শ্বেত দাবানল

কবি রুহুল কবির

নতুন বিন্যাস

উঠবে এবার তুমুল শোর

ঝরল যখন রক্ত পথে, এবার হবে শক্ত হতে;
উঠবে এবার তুমুল শোর,
ফুটবে আবার নতুন ভোর।
ঘোর আলেয়ার অন্ধকূপে যাবজ্জীবন বন্দি চুপে;
‘ভাঙব শিকল, রাঙব পথ’—
তারুণ্যের আজ এই শপথ।

খিঞ্জির! ওরা খিঞ্জির!
দ্যাখ্   ওদের দুহাতে গোলামির জিঞ্জির!

ধর্   ক্ষুব্ধ ক্ষোভের খুনখুবি আর অগ্নিমশাল দুই হাতে,
স্বৈরাচারীর শিরদাঁড়ায় আজ আগুন জ্বালা একসাথে;
চৌদ্দ শিকের মন্দিরে হান তির-ধনুকের বহ্নি-বান,
কাফন ছাড়াই দে ভরে ঐ স্বৈরাচারের গোরস্থান।

উঠছে কেঁপে, পড়ছে হেলে, দুলছে গদির স্বৈরাচার;
আসবে এবার নতুন দিন,
উসুল হবে অতীত ঋণ।
মন-মগজের বন্দিশালার ভাঙছে তালা, ফুঁসছে প্রাণ;
আসছে ধেয়ে ঘোর তুফান,
কর্ পিশাচের রক্তপান।

দুষ্কৃতকারী কৃতদাস ওরা, গায় মোদিজির গীত!
তোরা   গুড়িয়ে দে সব স্বৈরাচারীর ভিত!

২২ জুলাই, ২০২৪

আওয়াজ এবার তোলো

একটা ভীষণ ক্ষুব্ধ বারুদ বুকের বামে উঠুক জ্বলে,
হাজার-কোটি-লক্ষ-অজুত শিকল-বাঁধন পেছন ফেলে।
নির্মোহ, নীল নিথর ঠোঁটে অস্ফুটে স্বর জাগুক ফের,
লাগুক প্রাণে তুমুল নাড়া, আমূল সাড়া—বিপ্লবের।

আর কতকাল চুপটি করে রূপটি দেখা হায়নাদের?
হানছে আঘাত নিত্য ওরা; চিত্ত মলিন নয় তাদের।
রোজ ঝরে রোদতপ্ত পথে রক্ত আমার বোন-ভায়ের,
ভয়ের দেশে কাঙালবেশে রোজ খালি হয় কোল মায়ের।

এই নতমুখ, শিরদাঁড়াহীন না-মানুষির মৃত্যু হোক,
এই ক্ষতবুক, ঝলসানো হৃদ্—রক্তপথেই সিক্ত হোক।
গর্জে উঠুক সুপ্ত আগুন গুপ্ত ক্রোধের হুংকারে,
দুর্বৃত্তের বৃত্ত-বাঁধন মুছুক বোধন-ঝংকারে।

নরখাদক আর ঘাতক-দালাল ঘাড় ধরে কর বিদায়, কর!
ধর শমনের জাপটে গলা, মারণ খেলা লুপ্ত কর।
আর কত চাই রক্ত তাদের, আর কত চাই প্রাণ?
পারব না আর সইতে জুলুম, পরব শিরস্ত্রাণ।

ঘোর জুলুমের পালকিবহন অনেকখানি হলো,
জালিমশাহীর তখতে এবার আগুন-মশাল জ্বালো।
রুদ্ধ বোধের বদ্ধ কপাট—সপাক টেনে খোলো,
মরছে কেন আমার মানুষ—আওয়াজ এবার তোলো।

১ ডিসেম্বর, ২০২১

দিওয়ারে ইশক

ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়ালে দুয়ারে বাহারি বসন-সাজে;
কতখানি ক্ষত বুকের এ গভীরে, জানতে চাইলে না যে?
দেখলে না খুঁজে পাঁজরের ভাঁজে জখমের গ্যাহেরায়ি,
হয়েছি কখন কোন সে বিষাদে বেরহম ধরাশায়ী।
কোন তরোবারি ফুঁড়ে দিয়ে গেছে, কতটা লম্বা দাগ—
জোড়াতালি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে শোকেরই সিংহভাগ,
কোন কেমিক্যালে অকালে জ্বেলেছি স্নায়ুবিক সংঘাত,
গুনাহের ভারে কোন সে কুহেলী ঢেকেছিল আখেরাত,
কার পিছে হেঁটে রূহের তিয়াসে হয়ে গেছি বরবাদ,
নূহের প্লাবনে ভেসে গেছে কবে মানজিলে মাকসাদ;
খোঁজ নিয়েছিলে? রেখেছিলে এসে একটুখানিও খবর?
দোপ্যাহের ভারী নিঃশ্বাসে, নিশি করতে পারিনি সবর।

অতঃপর শত জিহাদী খুনের লালে রেঙে, ভেসে তবে—
এসেছি যখন চিরকাল বোনা চাহাতেরই মক্তবে,
পেয়ে গেছি যেই সহজ ও সরল নূর কি রাহে কারার,
কোথা হতে উড়ে এসেছ, কোথায় ছিলে এতদিন কার?
ফিরে এসে আজ জানালে আমারে "খোশ আমদেদ, প্রিয়,
কতকাল পরে দেখা আমাদের, ভালোবাসা জেনে নিয়ো!"
হেসে মরি, ভাসি বেহোশি সে খোদ আমোদেরই উন্মাদে,
"কোথা ছিলে যবে কেটেছিল নিশি নিগূঢ় আর্তনাদে?"

সূরা আল আদিয়াতের কাব্যানুবাদ

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া ঐ অশ্বরাজির শপথ,
ক্ষুরাঘাতে যার ফুলকি-ঝলকে ঝলসিয়া ওঠে স্বপথ,
প্রত্যুষে যারা প্রত্যহ দেয় নির্ভীকভাবে হানা
ধূলিকণাদের ধাবমান ধোঁয়া’ সৃজিয়া দুধারে ডানা;
শপথ সকল ঘোটকের যাতে যোদ্ধা লাফিয়ে চড়ে
সমুখ সমরে শত্রুশিবিরে অনায়াসে ঢুকে পড়ে;
এ মানুষ স্বীয় স্রষ্টার প্রতি বরাবরই অকৃতজ্ঞ,
সে নিজেই দেয় সহজাত বোধে স্বীয় কর্মের সাক্ষ্য;
নিশ্চই সে তো লোভাতুর তার ধনসম্পদ-মোহে,
উত্থিত হবে কবরে যা আছে— জানে তো সে কি তা, হে?
প্রকাশিত হবে অন্তরে তার লুকোনো ছিল যা সব,
সেদিনের তার সার্বিক ক্ষতি জানেন কেবল রব!
২৭ এপ্রিল, ২০২৩

চির ৩৩

বন্ধ্যা বিকেল সন্ধ্যার কোলে রৌদ্রবিলাস ‘পরে
অন্ধের ন্যায় চান্দের তলে মরণোল্লাস করে।
রাত ঘুটঘুটে আন্ধার নামে সিন্ধুর পোড়া তীরে,
তাও খটমটে বন্দর চিনে নেমে পড়ে একা ধীরে।
আলোকবাতি, নয়া প্রভাতী, দেখেশুনে চল-না রে—
দ্যুলোকঘাতী ছায়াবিরোধী মিছিলের প্রান্তরে।

মশাল জ্বলেছে—রাত্রিমশাল, জ্বলছে রে ঐ দূরে;
ত্রিশূল ধরেছে যাত্রী, বিশাল ঢেউ দেখে ঐ তীরে।
আকাশ চিরে এই বুঝি ধীরে নামে রে পঙ্গপাল;
চির ধরা চরে ফের ত্বরা ঝরে করে তোলে উত্তাল।
ওপারে আঁধার, সিন্ধু-পাথার গল্প-কথার ভিড়ে
পাড়ি দিয়ে চলি, শহরতলী দেখব জগৎ চিরে।

দুলে ওঠে তরী, কোন হাল ধরি! হলে নাও ভরাডুবি,
পোড়া মুখ তোরই গিলে খাক দরি, নিক সে জলাধি চুমি।
চার ধার দেখি, উদ্ধার না-কি হব কোনো একদিন;
মন্থর-মেকি, মিথ্যার ঢেকি করে দেবে যবে হীন।
মৃত্যুর স্বাদ ভারী, মুলতুবি তারই, গণনা হয়েছে শুরু;
এই বুঝি হারি, নেই আর দেরি হয়ে যেতে ভেজা মরু।

নিস্তার মেলে বিস্তর নীলে, বেঁধে রাখা তরী হতে—
আছড়ে ফেলে রাস্তার পাশে মাটিরঙা পোড়া পথে।
‘তাও তো বেঁচেছি’ যেই না ভেবেছি, সেই যে মাতম শুরু;

হারিয়ে বুঝেছি সাধের কুরুচি কতই নাটের গুরু!
তবু মন চলে, সেই সাথে বলে—‘চল খুঁজি কোথা কী যে’;
আজও বেলা ঢলে সিন্ধুর কোলে—দেখাই হয়নি নিজের!

হাঁকে মহাকাল, জল-মহাযানে ছলছল কলরবে
রাখ-ঢাক-তালে চলে অভিযান চরাচর-মক্তবে!
নেই বুঝি বাকি মেলে দুই আঁখি দেখে নিতে বিবরণ,
রেখে যাওয়া বুলি; ব্যাঙের আধুলির সজ্ঞানে বিচরণ।
তাই লেখা গানে জমে থাকা জ্ঞানে চির ধরে অকারণ,
সেই সাথে ঘুণে কয় কলি বুনে দূর সরে কী দারুণ!

বারন ছিল কারণ ছাড়াই ফিরে যেতে নিজ পারে,
মরণ এলে বরণ করেই হব শ্রান্ত এই পাড়ে।
জানি এই ধারে মিলবে না পরে শেষ ঠাঁই অনুরাগে,
টানি নিজ তরে ছেড়া পাল ধরে, কাফনের সাধ জাগে।
গন্ধ ভাসুক, লাশের গন্ধ বাতাসের আশেপাশে,
অন্ধ সাধক শিষ্যের ছন্দ লিখে নেবে সন্তুষে।

আজ মানি ‘খাঁটি’ যমুনার মাটি বসে সিন্ধুর দূর পাড়ে;
বেঁধে নিয়ে ঘাঁটি চির ধরে হাঁটি, ফিরে যাব সে কিনারে।
হলে বাঁধা-ছাঁটা জ্ঞানভরা কাঁটা ধ্যান আনি তরীপারে;
ফেলে রংচটা ছায়া-ঘনঘটা তরী এলো তীর ছেড়ে।
শুধু অনুরোধে ফেলে আজ শ্বাস করি আবেদন সিন্ধুরে—
না বেঁধে বিরোধে—ছেড়ে আশ্বাস—নিভে যাও অকাতরে।

৩৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য